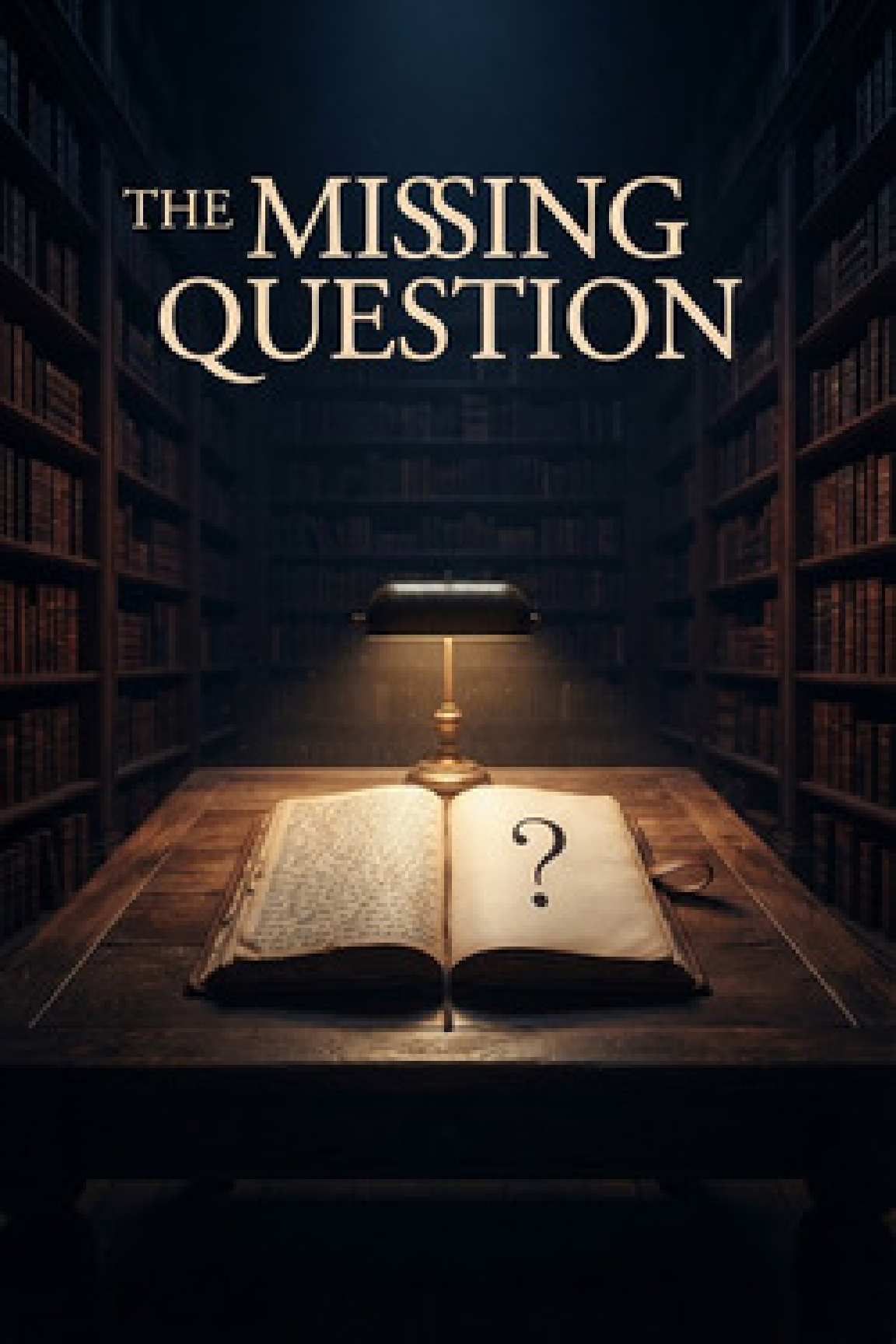

THE MISSING QUESTION
?

দ্বিতীয় পর্ব

চৌকাঠ 6

হারিয়ে যাওয়া প্রশ্ন

জীবনের অধিকাংশ সময় আমি উত্তরের পিছনে ছুটেছি।

প্রায় সবার মতোই।

আমি জানতে চাইতাম, কোন সিদ্ধান্তটা ঠিক।

কোন পথটা ভালো।

আমি যা কিছুর ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, তার অর্থ কী।

আমি চাইতাম স্পষ্টতা।

দিশা।

নিশ্চিতকরণ।

আমি বিশ্বাস করতাম, পরিপক্কতা মানে উত্তর জমানো।

যত সময় যাবে, ততই আমার বোঝার কথা, সবকিছু কীভাবে চলে।

যত বেশি অভিজ্ঞতা জমবে, তত কম সন্দেহ থাকবে।

তত্ত্বটা ছিল মার্জিত।

সমস্যা হল, জীবন যেন সেই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করত।

বছর গড়াল।

অভিজ্ঞতা বাড়ল।

দায়িত্ব বাড়ল।

তবু প্রশ্ন কমল না।

বরং উল্টো।

সেগুলো আরও গভীর হল।

আরও জটিল।

আরও কঠিন।

আবিষ্কারটা ছিল নাড়িয়ে দেওয়ার মতো।

ছোটবেলায় আমি বড়দের কল্পনা করতাম এমন মানুষ হিসেবে, যারা বুঝে ফেলেছে।

তারপর আমি বড় হলাম।

আর আবিষ্কার করলাম, আমাদের অনেকেই কেবল অনিশ্চয়তার সঙ্গে বাঁচতে শিখেছে।

দুটো এক জিনিস নয়।

জানা আর চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে বিরাট তফাত।

অনেকে চালিয়ে যায়।

খুব কম জনই সত্যিই জানে।

এমন একটা সময়ের কথা মনে পড়ে, যখন আমি সবখানে উত্তর খুঁজতাম।

বইয়ে।

প্রতিষ্ঠানে।

ভ্রমণে।

সবচেয়ে অভিজ্ঞ মানুষদের কাছে।

আধ্যাত্মিকতায়।

যৌক্তিকতায়।

সংখ্যায়।

বিশ্বাস করতাম, কোথাও না কোথাও এমন একটা ব্যাখ্যা আছে, যা সবকিছুকে গুছিয়ে দিতে পারে।

একটা সূত্র।

একটা চাবি।

একটা ব্যবস্থা।

কিন্তু যতবারই ভাবতাম সেটা পেয়ে গেছি, একটা নতুন অভিজ্ঞতা এসে তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলত।

প্রথমে ব্যাপারটা হতাশার ছিল।

তারপর তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

শেষে তা হয়ে উঠল মুক্তিদায়ক।

কারণ আমি একটা জিনিস বুঝলাম।

উত্তরের আয়ু কম।

সঠিক প্রশ্নের আয়ু দীর্ঘ।

খুবই দীর্ঘ।

কিছু প্রশ্ন দশকের পর দশক আমাদের সঙ্গে থাকে।

আমি কে?

সত্যিই কী গুরুত্বপূর্ণ?

ভালোবাসা মানে কী?

কীসের জন্য কষ্ট সহ্য করা সার্থক?

সবকিছু বদলে গেলে কী থেকে যায়?

এগুলো সমাধান করার প্রশ্ন নয়।

এগুলো এমন প্রশ্ন, যার ভেতরে বাস করতে হয়।

তফাতটা গভীর।

একটা উত্তর বন্ধ করে দেয়।

একটা প্রশ্ন খুলে দেয়।

আর জীবন, শেষ পর্যন্ত, খোলা থাকাটাই পছন্দ করে।

প্রতিবার নতুন কোনও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করতাম, তার মূল্য যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল, তাতে ততটা ছিল না।

মূল্য ছিল সেই প্রশ্নে, যার জন্ম সে দিয়েছিল।

একটা ক্ষতি একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একটা ভালোবাসা একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একটা অসুখ একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একটা জয় একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

এমনকি সাফল্যও একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

প্রায়ই ব্যর্থতার চেয়ে অনেক কঠিন প্রশ্ন।

কারণ কিছু পেয়ে যাওয়ার পর একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন দেখা দেয়:

“এবার কী?”

বহু বছর আমি বিশ্বাস করেছি, সবকিছুর অর্থ লুকিয়ে আছে উত্তরে।

তারপর আমি একটা অদ্ভুত মিল লক্ষ করতে শুরু করলাম।

যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মানুষেরাই ছিল সবচেয়ে কম নিশ্চিত।

তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না।

তারা ছিল খোলা মনের।

তারা বুঝত, বাস্তবতা নিজের বিশ্বাসের চেয়ে বিশাল।

নিজের ছকের চেয়ে জটিল।

নিজের সিদ্ধান্তের চেয়ে সমৃদ্ধ।

এই কারণেই তারা প্রশ্ন করে যেত।

দুর্বলতা থেকে নয়।

বুদ্ধিমত্তা থেকে।

প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা অনেক উত্তর রাখায় নেই।

তা আছে চিনে নিতে পারায়, কোন প্রশ্নগুলো এখনও জিজ্ঞাসা করার যোগ্য।

জীবনে আমি নানা দেশে গেছি।

নানা সংস্কৃতিতে।

নানা ধর্মের কাছে।

নানা ব্যবস্থার ভেতরে।

প্রতিটি জায়গার উত্তর ছিল আলাদা।

অথচ মৌলিক প্রশ্নগুলো প্রায় সবসময় ছিল হুবহু এক।

কীভাবে বাঁচব।

কীভাবে ভালোবাসব।

কীভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হব।

কীভাবে সময়ের সঙ্গে বাঁচব।

কীভাবে একটা অর্থ খুঁজে পাব।

এটা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

কারণ এতে সর্বজনীন কিছু একটা ধরা পড়ছিল।

সভ্যতা ভাষা বদলায়।

মৌলিক প্রশ্নগুলো বদলায় না।

হয়তো ঠিক এই কারণেই কথাসাহিত্য টিকে থাকে।

কারণ তা সমাধান দেয় না।

তা দেয় অনুসন্ধান।

একটা উপন্যাস জীবনের সমাধান করার জন্য নয়।

তা একটা প্রশ্নকে আলোকিত করার জন্য।

আর একটা ভালো প্রশ্ন বছরের পর বছর একজন মানুষের সঙ্গী হতে পারে।

অনেক উত্তরের চেয়ে ভালোভাবে।

এমন একটা দিনের কথা মনে পড়ে, যখন আমি ছেড়ে আসা সব নিশ্চয়তার কথা ভাবছিলাম।

সেগুলো ছিল অনেক।

অনেকগুলো আমার জীবনের দীর্ঘ পর্ব জুড়ে রাজত্ব করেছিল।

কিছু কাজে লেগেছিল।

কিছু ততটা নয়।

কিন্তু সবগুলোই জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল আরও পরিণত কিছুকে।

এই উপলব্ধিকে যে বাস্তবতা কোনও বিচারসভা নয়।

তা একটা কথোপকথন।

আমরা যা জানি আর যা জানি না, তার মধ্যে এক অন্তহীন কথোপকথন।

আমরা যা বুঝি আর যা আমাদের নাগাল এড়িয়ে যায়, তার মধ্যে।

আমরা যা ছিলাম আর যা হয়ে উঠছি, তার মধ্যে।

সেই মুহূর্ত থেকে আমি সন্দেহকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা বন্ধ করলাম।

তাদের সহযাত্রী মনে করতে শুরু করলাম।

সব সন্দেহ মনোযোগের যোগ্য নয়।

কিছু শুধুই কোলাহল।

কিছু ভয়।

কিছু নিছক বিভ্রান্তি।

কিন্তু আরও কিছু আছে।

আরও গভীর।

আরও নীরব।

আরও আন্তরিক।

যেগুলো বারবার ফিরে আসে।

যেগুলো বছরের পর বছর চেতনার দরজায় টোকা দেয়।

যেগুলো চায়, কেউ তাদের কথা শুনুক।

আমি তাদের সম্মান করতে শিখেছি।

কারণ প্রায়ই তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু আগলে রাখে।

একটা রূপান্তর।

একটা সত্য।

একটা দিশা।

আমাদের এমন একটা অংশ, যা এখনও অনাবিষ্কৃত।

পিছনে তাকিয়ে দেখি, যাদের কাছে সবকিছুর উত্তর আছে, তারা আমাকে আর মুগ্ধ করে না।

আমার বেশি আগ্রহ তাদের প্রতি, যারা একটা খাঁটি প্রশ্ন তুলতে জানে।

কারণ একটা উত্তর ফুরিয়ে যেতে পারে।

একটা প্রশ্ন গোটা একটা জীবনের জন্ম দিতে পারে।

হয়তো সময় আমাকে যে শিক্ষাগুলো দিয়ে গেছে, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে মূল্যবানগুলোর একটা।

শুধু উত্তর খুঁজো না।

খোঁজো সেই প্রশ্ন, যা তার জন্ম দিয়েছিল।

কারণ প্রতিটি অর্থবহ বিশ্বাসের পিছনে।

প্রতিটি সত্যিকারের পরিবর্তনের পিছনে।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পিছনে।

প্রতিটি বলার মতো গল্পের পিছনে।

সবসময় একটা অদৃশ্য প্রশ্ন থাকে।

আর সেখানেই যাত্রা শুরু হয়।

উত্তর আসার অনেক আগে।